



নং-শা-১/৬৯১/শিক্ষা



তারিখ : ১৭-০৯-২০২৪

আদেশনামা

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার দূর্বীর গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের পতনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জোরালো দাবির প্রেক্ষিতে স্বৈরাচার সরকারের আমলে বিগত সাড়ে পনের বছরে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সকল প্রকার দুর্নীতি, জুলুম-নির্যাতন এবং আর্থিক ও প্রশাসনিক অনিয়মের বিষয় তদন্ত করে রিপোর্ট/সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে “বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গণতদন্ত কমিশন” গঠন করা হলো :

১.	প্রফেসর ড. এ. কে. ফজলুল হক ভূঁইয়া, পশু প্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞান বিভাগ	--	চেয়ারম্যান
২.	প্রফেসর ড. জি. এম মুজিবুর রহমান, এগ্রোফরেস্ট্রি বিভাগ	--	কো-চেয়ারম্যান
৩.	প্রফেসর ড. মোঃ হাবিবুর রহমান প্রামানিক, ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ	--	সদস্য
৪.	প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুল হক, ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা, বাকুবি	--	সদস্য
৫.	প্রফেসর ড. মোঃ বাহানুর রহমান, মাইক্রোবায়োলজি এন্ড হাইজিন বিভাগ	--	সদস্য
৬.	প্রফেসর ড. মোঃ রুহুল আমিন, পশুবিজ্ঞান বিভাগ	--	সদস্য
৭.	প্রফেসর ড. মোঃ সামছুল আলম, ফিশারিজ বায়োলজি এন্ড জেনেটিক্স বিভাগ	--	সদস্য
৮.	প্রফেসর ড. জোয়ার্দার ফারুক আহমেদ, ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট বিভাগ	--	সদস্য
৯.	প্রফেসর ড. এম হারুন-অর রশিদ, কৃষি অর্থনীতি বিভাগ	--	সদস্য
১০.	প্রফেসর ড. মোঃ রুহুল আমিন, পশু প্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞান বিভাগ	--	সদস্য
১১.	প্রফেসর ড. মোঃ মোশাররফ উদ্দীন ভূঞা, সার্জারী এন্ড অবসটেক্সিক্স বিভাগ	--	সদস্য
১২.	প্রফেসর ড. মোঃ আবুল হাশেম, পশুবিজ্ঞান বিভাগ	--	সদস্য
১৩.	প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুব আলম, মেডিসিন বিভাগ	--	সদস্য
১৪.	প্রফেসর ড. মাছুমা হাবিব, জিটিআই	--	সদস্য
১৫.	প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুল আলীম, প্রক্টর, বাকুবি	--	সদস্য
১৬.	প্রফেসর ড. মিনারা খাতুন, মাইক্রোবায়োলজি এন্ড হাইজিন বিভাগ	--	সদস্য
১৭.	প্রফেসর ড. মোঃ মুনির হেসেন, পশু প্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞান বিভাগ	--	সদস্য
১৮.	প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আশিক-ই-রব্বানী, কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগ	--	সদস্য
১৯.	প্রফেসর ড. আহমদ খায়রুল হাসান, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ	--	সদস্য
২০.	প্রফেসর মোহাম্মদ কামরুজ জামান ভূঁইয়া, কৃষি ও ফলিত পরিসংখ্যান বিভাগ	--	সদস্য
২১.	প্রফেসর ড. আবদুল্লাহ ইকবাল, ফুড টেকনোলজি ও গ্রামীণ শিল্প বিভাগ	--	সদস্য
২২.	প্রফেসর ড. মাহবুবুল প্রতীক সিদ্দিক, মাইক্রোবায়োলজি এন্ড হাইজিন বিভাগ	--	সদস্য
২৩.	কৃষিবিদ মোঃ ছরোয়ার হেসেন, এডিশনাল ডাইরেক্টর, বিএসইআরটি	--	সদস্য
২৪.	কৃষিবিদ মোহাম্মদ শফিউল্লাহ, এডিশনাল ডাইরেক্টর, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা	--	সদস্য
২৫.	কৃষিবিদ ড. ফারুক আহমেদ, এডিশনাল রেজিস্ট্রার, শিক্ষা বিষয়ক শাখা	--	সদস্য
২৬.	জনাব মোঃ খালেদ হোসেন টিপু, এডভোকেট, জজ কোর্ট, ময়মনসিংহ	--	উপদেষ্টা
২৭.	প্রফেসর ড. মোঃ আসাদুজ্জামান সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষা বিভাগ	--	সদস্য-সচিব

কমিশনের কার্যপরিধি :

- ১। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও আবাসিক হলসমূহে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর সংঘটিত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, যৌন হয়রানি, র্যাগিং, ইভটিজিং, গেষ্ট রুম টর্চার, সিট বানিজ্য, চাঁদাবাজি ও সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধান করতঃ এসব ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিত করে শাস্তির সুপারিশ করা।

অপর পৃষ্ঠা দ্রঃ

- ২। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণে কোন ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং প্রশাসনিক হয়রানির শিকার হয়েছে কি না তা অনুসন্ধান করতঃ এই নির্যাতন ও হয়রানির সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ-কে চিহ্নিত করে শাস্তির সুপারিশ করা।
- ৩। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি/পর্যায়োন্নয়নে অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও আর্থিক লেনদেনসহ সকল প্রকার প্রশাসনিক অনিয়মের বিষয় তদন্ত করা এবং এর সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ-কে চিহ্নিত করে শাস্তির সুপারিশ করা।
- ৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজসহ সকল প্রকার ক্রয়কাজে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, কমিশন গ্রহণসহ আর্থিক খাতের সকল দুর্নীতি তদন্ত করে এর সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ-কে চিহ্নিত করা এবং শাস্তির সুপারিশ করা।
- ৫। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরী দেওয়ার নামে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করে তা আত্মসাৎ করার সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ-কে চিহ্নিত করে শাস্তির সুপারিশ করা।
- ৬। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের নিকট চাঁদা নেওয়া এবং বাকি পরিশোধ না করাসহ তাদের উপর সংঘটিত সকল প্রকার জুলুম-নির্যাতনের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ-কে চিহ্নিত করে শাস্তির সুপারিশ করা।
- ৭। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে যারা নির্যাতন, হত্যা ও গণহত্যার উদ্ভাবন ও সমর্থন দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পোস্ট দিয়েছে এবং মিছিল-মিটিংসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে তাদেরকে চিহ্নিত করে জনসম্মুখে প্রকাশ করা।

গণতান্ত্রিক কমিশন তদন্ত কাজকে ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনে কো-চেয়ারম্যান এবং এক বা একাধিক সদস্যের সমন্বয়ে পৃথক পৃথক সাব-কমিশন গঠন করতে পারবে। কমিশনকে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রেখে তদন্ত কাজ সম্পন্ন করে জরুরি ভিত্তিতে রিপোর্ট/সুপারিশ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।



ভাইস-চ্যান্সেলর (দায়িত্বপ্রাপ্ত) মহোদয়ের আদেশক্রমে

(Signature)
১১.০৮.১৮
রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)